গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

চেয়ারম্যান, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

এবং

সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৮ - জুন ৩০, ২০১৯

সূচিপত্র

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র.....৩

উপক্রমণিকা (Preamble).....৪

সেকশন-১ : পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের রুপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি.....৫

সেকশন ২ : পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)....৬

সেকশন-৩ : কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ.....৭

সংযোজনী-১ : শব্দসংক্ষেপ (Acronyms).....১১

সংযোজনী- ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা এবং পরিমাপন পদ্ধতি.....১২

সংযোজনী ৩: অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের/অধিদপ্তর/সংস্থা- এর নিকট প্রত্যাশিত সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন সহায়তাসমূহ.....১৩

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের **কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র**

(Overview of the Performance of the Payra Port Authority)

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দেশের মধ্য-দক্ষিণ অঞ্চলের অনাগ্রসরতা, ক্রমবর্ধমান আমদানী-রপ্তানির বৃদ্ধি এবং দুটি বন্দরের ভবিষ্যৎ ধারণ ক্ষমতা বিবেচনা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদৃষ্টিসম্পন্ন সিদ্ধান্তের আলোকে বিগত ৫ নভেম্বর,২০১৩ তারিখে মহান জাতীয় সংসদে দেশের ৩য় সমুদ্র বন্দরের জন্য **''পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৩''**(২০১৩ সালের ৫৩ নং আইন) পাস করা হয় এবং ১০ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা **বিগত ১৯ নভেম্বর, ২০১৩** তারিখে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে পটুয়াখালী জেলার রাবনাবাদ চ্যানেলে পায়রা সমুদ্র বন্দর নামে দেশের ৩য় সমুদ্র বন্দরের শুভ উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনের পর প্রধান অর্জনসমূহ ঃ

"পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন,২০১৩" এর ধারা ৫৩ এর প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সরকার পায়রা বন্দরের সীমানা নির্ধারণ করে এবং ২ ফেব্রুয়ারী, ২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়, **"পায়রা বন্দর প্রকল্প ভূমি অধিগ্রহণ আইন-২০১৫"** পাস করা হয় এবং ২৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়, ১৬ একর জমি অধিগ্রহণ এবং অধিগ্রহনকৃত ভূমিতে মাটি ভরাট, সংযোগ সেতু সহ ৩টি পন্টুন স্থাপন, ২টি লোডিং আনলোডিং ক্রেন, ২টি জেনারেটর, ৭০ টি লাইট পোষ্ট, নদী রক্ষা বাঁধ, ভিতরে মালামাল পরিবহনের জন্য রাস্তা, ১টি পুকুর খনন ও ১টি দুই তলা নিরাপত্তা ভবন নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে, ১০০০ কেভিএ বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন, ৭২ নটিক্যাল মাইল এলাকায় নৌপথটির জরীপ কাজ,৩০টি চ্যানেল বয়া, ৪৪ টি রিভার বয়া এবং ০৪ টি মুরিং বয়া সংগ্রহ ও স্থাপন,পোর্ট রেডিও কন্ট্রোল (VHF) স্থাপন এবং **"পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো/সুবিধাদির উন্নয়ন"** সংশোধনী ২০ মার্চ, ২০১৮ ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ ঃ

পায়রা বন্দর দ্রুত চালু করার লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ করা, ক্ষতিগ্রস্থদের পূর্নবাসন করা, বৈদেশিক অর্থায়নে চ্যানেল ড্রেজিং করা। বন্দরের জন্য প্রধান ১৯টি Components এর মধ্যে ০৬টি PPP পদ্ধতিতে বিনিয়োগের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় দ্রুত সিদ্ধান্ত এবং G to G এর অধীনে ০৭টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঃ

লক্ষ্যমাত্রা-২ অর্জনের জন্য ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা (২০১৯ সালের মধ্যে) ঃ

প্রয়োজনীয় ড্রেজিংসহ Approach চ্যানেল প্রস্তুত, ৬৫০০ একর জমি অধিগ্রহণ ও নদীর তীর রক্ষা, ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসন, পুনর্বাসন প্রশিক্ষন, G to G/FDI এর মাধ্যমে বন্দর নির্মাণের চুক্তি ও ১ টি কন্টেইনার, ১ টি মাল্টিপারপাস ও ১ টি কয়লা টার্মিনালসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ২০২২ সালের মধ্যে গড়ে তোলা।

লক্ষ্যমাত্রা-৩ অর্জনের জন্য ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঃ

২০২৫ সালের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ বন্দর সুবিধা (যেমন আরও ১ টি কন্টেইনার টার্মিনাল, ১টি Internal Ferry Terminal রেল যোগাযোগসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কাজসমুহ সমন্বয়ের মাধ্যমে শেষ করা।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রধান অর্জনসমূহ ঃ প্রশাসনিক ভবন নির্মাণসহ, ০২ টি পাইলট বোট, ০২ স্পিড বোট, ০১ টি টাগ বোট ও ০১ বয়ালেয়িং ভেসেলের ৪০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অধিগ্রহণকৃত ৭০০০ একর জমির মধ্যে ১৪২৭ একর জমি পায়রা বন্দরকে হস্তান্তর করা হয়েছে। কাজল ও তেতুলিয়া নদীতে ৮০ লক্ষ ঘনমিটারের ড্রেজিং কার্য সম্পন্ন হয়েছে।